হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ
এর প্রধান সমন্বয়কারী ও
মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ এর
কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং ১৬/২৪০৯২০০৮

২৩ রমযান, ১৪২৯ হিজরী
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ইং

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর দশ নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দিন আহমেদ রাজশাহীতে গ্রেফতারকৃত দশ নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবি করে বলেন, “খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সব মিথ্যা প্রপাগান্ডার তোয়াক্কা না করে আমাদেরকে দৃঢ়পদে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। নির্যাতনের পরেই বিজয়ের পথ সুচিত হয়। তাই সকল উস্কানির বিরুদ্ধে পুরো পরিস্থিতি ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আজ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ বুধবার, বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে **“রাজশাহীতে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর দশ নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবিতে”** আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মোরশেদুল হক, গণসংযোগ সচিব মাওলানা মামুনুর রশীদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোঃ সাখাওয়াত হোসেন।

প্রতিবাদ সভায় মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, “পবিত্র রমজান মাসে গণসংযোগ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবি সংবলিত লিফলেট প্রচারের পর থেকে কিছু কিছু মিডিয়া হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে শুরু করে। এই সব অপপ্রচারের সরাসরি জবাব দেবার জন্যই হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ গত ১৮ তারিখে রাজশাহী প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রশাসন অন্যায়ভাবে এই সম্মেলনে বাধা দেয় এবং উপস্থিত সকল নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। আমরা এই গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানায় এবং অবিলম্বে সকল নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবি করছি।
মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, “হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে সবসময় রাসূল (সাঃ) এর শান্তি পূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের কথা বলে আসছে। আমরা ইতিপূর্বে আমাদের কর্মপদ্ধতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এভাবে -

১. ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন ও ইসলামী শাসনের পক্ষে জনমত তৈরী
২. দলীয় স্বার্থ, লুটপাট ও বিদেশীদের তাবেদারীর রাজনীতির বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা
৩. সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো
৪. খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচন।

হিযবুত তাহ্‌রীর তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র বা জঙ্গি কার্যক্রম ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। হিযবুত তাহ্‌রীর এর বিগত অর্ধ শতাব্দীর কার্যকলাপে কেউ কখনো জঙ্গিবাদের সাথে সামান্যতম সংশ্লিষ্টতাও খুঁজে পায়নি। বাংলাদেশে আমাদের বিগত আট বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে একই চিত্র দেখতে পাবেন। অতীত সরকারগুলোর সময় বাংলাদেশে যখন ব্যাপক বোমাবাজি চলছিল, তখন হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ একের পর এক সভা, সেমিনার, সম্মেলন, সমাবেশ ইত্যাদি আয়োজন করে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে যে সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইসলামবিরোধী এবং তা জনমনে ইসলাম সম্পর্কে ভয়ভীতি সৃষ্টি এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই করা হচ্ছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা সবসময় আমাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করে থাকি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে বা বিনষ্ট হয় এমন কোন কর্মসূচী হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ কখনো গ্রহণ করেনি। আর অন্যদিকে আমরা এটাও সবার সামনে পরিষ্কার করে বলতে চাই, দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে অংশ নিলে যে কোন দল মার্কিন-ভারত- ব্রিটেনের মত সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলাতে বাধ্য। বর্তমান শাসনব্যবস্থার সাথে আপোস করে কখনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না; আমাদের রাসূল (সাঃ) কখনো আপোসের রাজনীতি করেননি।”

প্রেরণকারী

Mohiuddin Ahmed

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh